ছোটদের রূপকথার গল্প:

#ইলিশখেঁকো\_রাজা

সে অনেক বছর আগের কথা। সে সময় ইলিশ নগর নামে এক রাজ্য ছিল। সে রাজ্যে বাস করতেন একজন ভীষণ রাগী রাজা। রাজার নাম ছিল রাজা জমশেদ ইলিশ। তার এই নামকরণের পিছনে অবশ্য ছোট একটি গল্প আছে।

আসলে রাজার বাবার দেয়া নাম ছিল জমশেদ পোনা। কিন্তু রাজা হওয়ার পর তার নামের সাথে পোনা শব্দটি থাকায় তিনি খুবই বিরক্ত বোধ করতেন। কারণ পোনা বলতে খুবই ছোটগোছের মাছকে বোঝায়। একদিন রাজা ঠিক করলেন তার নামের সাথে পোনা শব্দটিকে তিনি আর রাখবেন না। কিন্তু কি নাম রাখা যায়? রাজা মহা চিন্তায় পড়ে গেলেন। হঠাৎ তার মাথায় এল.....তিনি হচ্ছেন রাজ্যের রাজা, অতএব মাছেদের রাজার নামটাই তার নামের সাথে একদম ঠিক হবে। আর তখনই তিনি তার নামের সাথে থাকা পোনা শব্দটিকে পাল্টে ইলিশ করলেন। আর রাজার নাম হয়ে গেল রাজা জমশেদ ইলিশ।

রাগী রাজার ছিল তিন রাণী। নিজের নাম পাল্টে ফেলার পরপরই রাণীদের নামগুলিকেও তিনি পাল্টে দিবেন বলে সিদ্ধান্ত নিলেন। যেহেতু তার নাম মাছেদের রাজা ইলিশের নামে সেহেতু রাণীদের নামও তিনি মাছেদের নাম থেকেই রাখলেন।

রাজার বড় রাণী এত রোগা আর শুকনো ছিলেন যে তার শরীরের হাড্ডিগুলো সব গোনা যেত। যেকোন ধরণের ঝড়ো বাতাস শুরু হলেই বড় রাণী আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারতেন না, পড়ে যেতেন। তাই রাজা তার বড় রাণীর নাম দিলেন রাণী বাতাসি।

রাজার মেঝ রাণী বেশ চঞ্চল আর বুদ্ধিমতি ছিলেন। তাই রাজা তার নাম রাণী পুঁটি দিবেন বলেই ঠিক করলেন।

এদিকে রাজার ছোট রাণী ছিলেন একটু রাগী গোছের। কারো কোন কথা বা কাজ তার সহজে পছন্দ হতো না। তার স্বভাবই ছিল দিনরাত মুখ বাঁকা করে রাখা। তার এই স্বভাবের জন্য রাজা তাকে রাণী ভেটকি নাম দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন।

নিজের আর রাণীদের নাম পাল্টে ফেলার পরই রাজা দিলেন এক কঠিন হুকুম।

চলবে........(১ম পর্ব)